

শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থা

শাস্ত্র বলে যে যে অবস্থায় যোগীর মন হৃদয়ে(কুটস্থ এ) নবিদ্ধ থাকে এবং যোগী বহ্নিজগতের প্রতি উদাসীন থাকে তাকে ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থা বলে। এই সময়ে (ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থা) যোগীকে মনহেয়, সবার দিকে যেন গভীরভাবে তাকাচ্ছে-সবার কথা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছে, কিন্তু আসলে সে বাইরের জগতে বাইরের চোখ থাকলেও প্রকৃত দৃষ্টি সবসময়ের জন্য অন্তর্মুখী থাকে। যোগীর বাহ্যিক দৃষ্টি স্থির (প্রায়, পলকহীন) থাকে এবং মন কুটস্থ এ সর্বদা জন্য সংযুক্ত থাকে। এই ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থা একটি আশীর্বাদ, এই অবস্থায় যোগী বাহ্যজগত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সজাগ- সর্বকর্মযুক্ত- সর্ববচির যুক্ত থাকেও অন্তর্জগত এ সর্বদার জন্য নিরালম্ব অবস্থায়, পরিপূর্ণ রূপে ব্রহ্ম-সংযুক্ত থাকে।...এই অবস্থাকেই শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থা বলে।

